চৌকাঠ ৪

কোথাও-না থেকে ফেরা

কিছু যাত্রা শুরু হয় একটা প্রস্থান দিয়ে।

আর কিছু শুরু হয় একটা ক্ষতি দিয়ে।

এটা দ্বিতীয় দলের।

অনেকদিন আমি ভেবেছি, ফেরা একটা ভৌগোলিক ব্যাপার।

একটা জায়গা ছেড়ে যাওয়া।

একটা দূরত্ব পেরোনো।

যেখান থেকে শুরু, সেখানে ফিরে আসা।

সংজ্ঞাটা সহজ ছিল।

সুবিধাজনক।

ভুলও।

বছর গড়ানোর সঙ্গে টের পেলাম, কিছু ফেরা কোনও দৃশ্যমান জায়গায় পৌঁছয় না।

কারণ যে জায়গায় পৌঁছনোর কথা, তা আর নেই।

অথবা কোনওদিন ছিল না।

অথবা আমরা এতটাই বদলে গেছি যে তাকে আর চিনতে পারি না।

তবু ফেরার তাগিদটা থেকে যায়।

এ মানুষের সবচেয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটা।

আমরা ফিরে যেতে চাই সেই সময়ে, যখন সব সহজ মনে হত।

স্পষ্ট।

আরও গোছানো।

আমরা ফিরে যেতে চাই তাদের কাছে, যাদের হারিয়েছি।

হারানো সুযোগের কাছে।

না-নেওয়া সিদ্ধান্তের কাছে।

সেইসব মুহূর্তের কাছে, যখন জীবন এখনও সব সম্ভাবনার জন্য খোলা মনে হত।

কিন্তু সময় কিছুই ফেরত দেয় না।

ওটা তার কারবার নয়।

সময় রূপান্তরিত করে।

কখনও ফেরত দেয় না।

এমন কিছু বছর গেছে, যখন আমি অসম্ভব ফেরার পিছনে ছুটেছি।

বুঝতে না পেরেই করেছি।

নিজের আগেকার সংস্করণগুলো ফিরে পেতে চেয়েছি।

সেই তরুণ।

সেই পেশাদার।

সেই ছেলে।

সেই লোকটা, যার বিশ্বাস ছিল সে জানে কোথায় যাচ্ছে।

প্রতিটা চেষ্টা একইভাবে শেষ হয়েছে।

একটা হতাশা দিয়ে।

কারণ সেই মানুষটা আর ছিল না।

আর তা-ই হওয়া উচিত ছিল।

এক সকালে আমি এমন কিছু বুঝলাম, যা অতীতের দিকে আমার তাকানোর ধরন বদলে দিল।

আমি আসলে ফিরে যেতে চাইনি।

আমি একটা অনুভূতি ফিরে পেতে চেয়েছিলাম।

একটা নিশ্চয়তা।

একটা চেনা-চেনা ভাব।

পৃথিবীর এমন এক সংস্করণ, যেখানে উত্তরের চেয়ে প্রশ্ন কম মনে হত।

কিন্তু জীবন সময়ের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ বিক্রি করে না।

সে শুধু রূপান্তর দেয়।

তখনই আমি ফেরাকে অন্যভাবে দেখতে শুরু করলাম।

আমি যা ছিলাম, তার দিকে যাওয়া হিসেবে নয়।

বরং আমি যা হয়ে উঠেছি, তার দিকে এগোনো হিসেবে।

তফাতটা বিশাল।

ফিরে যেতে চাইলে আমরা সময়ের বিরুদ্ধে লড়ি।

সামনে এগোনো মেনে নিলে তবেই আমরা সময়কে বুঝতে শুরু করি।

অনেক মানুষ সারা জীবন একটা ঘর খুঁজে বেড়ায়।

তারা ভাবে ওটা একটা জায়গা।

একটা শহর।

একটা রাস্তা।

একটা দেশ।

তারপর সেই দিনটা আসে, যেদিন তারা টের পায় ঘর আসলে মনের একটা অবস্থা।

আর কোনও ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

জীবনে আমি বহু দেশ পেরিয়েছি।

বহু সংস্কৃতি।

বহু ভাষা।

প্রতিবার পিছনে কিছু ফেলে এসেছি।

প্রতিবার অন্য কিছু কুড়িয়ে নিয়েছি।

টের না পেয়েই আমি হয়ে উঠছিলাম অভিজ্ঞতার এক জীবন্ত মহাফেজখানা।

নানা জায়গা দিয়ে গড়া এক মোজাইক।

এক পর্যায়ে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করা ছাড়লাম:

"আমি কোথাকার?"

আর জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম:

"আমি সঙ্গে কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছি?"

দ্বিতীয় প্রশ্নটা অনেক বেশি কাজের।

কারণ অন্তর্ভুক্তি বদলায়।

সীমানা বদলায়।

মানচিত্র বদলায়।

কিন্তু ভেতরে যা বয়ে নিই, তা ভ্রমণ চালিয়ে যায়।

এমন কিছু রাতের কথা মনে পড়ে, যখন দিশাহারা লাগাটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ছিল।

এমন রাত, যখন সব কিছু দূরের মনে হত।

মানুষগুলো।

জায়গাগুলো।

নিশ্চয়তাগুলো।

এমনকি আমি নিজেও।

সেইসব মুহূর্তে সবচেয়ে পুরোনো প্রলোভনটা মাথা তুলত।

ফিরে যাওয়া।

মুছে দেওয়া।

আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা।

আগেকার কোনও বিন্দু থেকে ফের শুরু করা।

কিন্তু প্রতিবারই বাস্তব আমাকে একই সত্য দেখিয়েছে।

আগেকার কোনও বিন্দু নেই।

আছে কেবল বর্তমান বিন্দু।

আর তাকে নিয়ে কী করব, সেই বাছাই।

সময়ের সঙ্গে আমি অতীতকে গন্তব্য নয়, গ্রন্থাগার হিসেবে দেখতে শিখলাম।

বেড়াতে যাওয়ার জায়গা।

বাস করার নয়।

কারণ যারা অতীতে বাস করে, তারা ধীরে ধীরে বর্তমানে থাকা ছেড়ে দেয়।

আর বর্তমান না থাকলে ভবিষ্যৎ নেই।

যাদের ভালোবেসেছি।

যেসব শহর পেরিয়েছি।

যেসব সুযোগ হারিয়েছি।

সাফল্যগুলো।

পরাজয়গুলো।

সবকিছুই টিকে রইল।

তবে অন্য চেহারায়।

লিখে ফেলা পাতার মতো।

আবার পড়ার জন্য।

আবার লেখার জন্য নয়।

এ ছিল এক মুক্তি।

কারণ যা ফিরে পাওয়া যায় না, তা খোঁজা আমি অবশেষে ছাড়লাম।

আর যা এখনও গড়া যায়, তাতে শক্তি ঢালতে শুরু করলাম।

আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তেই অতীত আমাকে তাড়া করা ছেড়ে দিল।

যখন আমি তাকে গন্তব্য ভাবা ছাড়লাম।

মানুষের ক্ষেত্রেও একই রকম কিছু ঘটল।

অনেকে আমার জীবন থেকে চলে গিয়েছিল।

কেউ নিজের ইচ্ছেয়।

কেউ প্রয়োজনে।

আর কেউ কেবল সময়ের কাজে।

প্রথমে ওই অনুপস্থিতিগুলোকে ক্ষতি বলে ধরেছিলাম।

তারপর বুঝলাম, কিছু উপস্থিতি অন্য উপায়ে টিকে থাকে।

পিছনে রেখে যাওয়া শিক্ষায়।

স্মৃতিতে।

আচরণে।

যেসব সিদ্ধান্ত আমাকে প্রভাবিত করে চলেছিল, তাতে।

এটাও একটা ফেরা।

মানুষগুলোর নয়।

তাদের অর্থের।

হয়তো পরিণত হওয়া মানে ঠিক এটাই।

বোঝা যে কিছুই তার আদি চেহারায় ফেরে না।

কিন্তু প্রায় সবকিছুই নতুন চেহারায় বেঁচে থাকতে পারে।

শেষমেশ আমি ফেরার রাস্তা খোঁজা ছাড়লাম।

কারণ আমি এমন কিছু বুঝেছিলাম যা কোনও মানচিত্র কোনওদিন দেখায়নি।

আমি কোথাও ফিরছিলাম না।

আমি পৌঁছচ্ছিলাম।

পৌঁছচ্ছিলাম নিজের এমন এক সংস্করণে, যা গড়া হয়েছে সব প্রস্থান, সব ক্ষতি, সব সাক্ষাৎ আর সব রূপান্তর দিয়ে।

আর তখনই বিরোধটা মিটে গেল।

বছরের পর বছর যে ফেরা আমি খুঁজেছি, তা অতীতে নিয়ে যেত না।

তা নিয়ে যেত আমার কাছে।

তাই এই চৌকাঠের নামটা ঠিক।

কোনও গন্তব্য ছিল না বলে নয়।

বরং গন্তব্যের কোনও ঠিকানা ছিল না বলে।

ওটা ছিল ভূগোলহীন এক জায়গা।

সীমানাহীন।

স্থানাঙ্কহীন।

এমন এক জায়গা, যা সারা জীবন আমি পেরিয়ে এসেছি তাকে না চিনেই।

কোথাও-না থেকে ফেরা।

আমি যা হয়ে উঠেছি, তার দিকে ফেরা।